জনসংযোগ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি

অমর একুশে বইমেলা ২০২১

অমর একুশে বইমেলার সাঁইত্রিশতম আসর এবার ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে মার্চ মাসে শুরু হচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে বইমেলা ১৮ই মার্চ শুরু হয়ে চলবে ১৪ই এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২১ উৎসর্গিত হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এবারের বইমেলার মূল থিম 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৮ই মার্চ ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩:০০টায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বইমেলা উদ্বোধন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর নতুন বই

এবারের অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ বঙ্গবন্ধু রচিত ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আমার দেখা নয়াচীন*-এর ইংরেজি অনুবাদ *NEW CHINA 1952*-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই গ্রন্থ উন্মোচন করবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হবে।

মাসব্যাপী বইমেলার বিস্তারিত তথ্য

এবার বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় ১৫ লাখ বর্গফুট জায়গায়। একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১৫৪টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৪৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৮০টি ইউনিট; মোট ৫৪০টি প্রতিষ্ঠানকে ৮৩৪টি ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় ৩৩টি প্যাভিলিয়ন থাকবে।

এবার লিটল ম্যাগাজিন চত্বর স্থানান্তরিত হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মূল মেলা প্রাঙ্গণে। সেখানে ১৩৫টি লিটলম্যাগকে স্টল বরাদ্দের পাশাপাশি ৫টি উন্মুক্ত স্টলসহ ১৪০টি স্টল দেওয়া হয়েছে।

একক ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগে যাঁরা বই প্রকাশ করেছেন তাঁদের বই ও বিক্রি/প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে। বইমেলায় বাংলা একাডেমি এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২৫% কমিশনে বই বিক্রি করবে।

বাংলা একাডেমির ৩টি প্যাভিলিয়ন, শিশুকিশোর উপযোগী বইয়ের জন্য ১টি এবং সাহিত্য মাসিক *উত্তরাধিকার*-এর ১টি স্টল থাকবে।

এবারও শিশুচত্বর মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে থাকবে। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রথমদিকে 'শিশুপ্রহর' থাকবে না।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এর প্রচার কার্যক্রমের জন্য একাডেমিতে বর্ধমান ভবনের পশ্চিম বেদিতে ১টি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৩টি তথ্যকেন্দ্র থাকবে। সাংবাদিকদের অবাধ তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধার্থে বইমেলায় মিডিয়া সেন্টার থাকবে তথ্যকেন্দ্রের উত্তর পাশে। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্তৃপক্ষ বইমেলায় তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, তথ্যকেন্দ্রের সর্বশেষ খবরাখবর এবং মেলার মূল মঞ্চের সেমিনার প্রচারের ব্যবস্থা করবে। মেলায় ওয়াইফাই সুবিধা থাকবে।

মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মেলার তথ্যাদি প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচার করবে। এফ এম রেডিওগুলোও

মেলার তথ্য প্রচার করবে। গ্রন্থমেলার খবর নিয়ে প্রতিদিন বেশ কয়েকটি বুলেটিন প্রকাশিত হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন মেলার তথ্য প্রচার করবে।

এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব প্রান্তে নতুন একটি প্রবেশ পথ করা হয়েছে। প্রকাশকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রমনা প্রান্তে একটি প্রবেশ পথ ও পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা। এবার এটা করা সম্ভব হয়েছে। সবমিলে সোহরাওয়ার্দীতে ৩টি প্রবেশ পথ ও ৩টি বাহির পথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশ পথে সুরক্ষিত ছাউনি থাকবে, যাতে বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে মানুষ আশ্রয় নিতে পারেন। বিশেষ দিনগুলোতে লেখক, সাংবাদিক, প্রকাশক, বাংলা একাডেমির ফেলো এবং রাষ্ট্রীয় সম্মাননাপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য প্রবেশের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

বইমেলার প্রবেশ ও বাহিরপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্চওয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য মেলায় এলাকাজুড়ে ৩ শতাধিক ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইমেলা সম্পূর্ণ পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত থাকবে। মেলাপ্রাঙ্গণ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (সমগ্র মেলাপ্রাঙ্গণ ও দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি হয়ে শাহবাগ, মৎস্য ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট হয়ে শাহবাগ পর্যন্ত এবং দোয়েল চত্বর থেকে শহিদ মিনার হয়ে টিএসসি, দোয়েল চত্বর থেকে চাঁনখারপুল, টিএসসি থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত) নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। মেলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মিত ধূলিনাশক পানি ছিটানো এবং প্রতিদিন মশক নিধনের সার্বিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯শে মার্চ থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টায় বইমেলার মূল মঞ্চে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনার পাশাপাশি বরেণ্য বাঙালি মনীষার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং গত এক বছরে প্রয়াত বিশিষ্টজনদের জীবন ও কৃতি নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া মাসব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিদিনই রয়েছে কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ এবং আবৃত্তি। অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ২০২০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগতমান বিচারে সেরা বইয়ের জন্য প্রকাশককে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং ২০২০ বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্য থেকে শৈল্পিক বিচারে সেরা বই প্রকাশের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে। এছাড়া ২০২০ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগত মান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানকে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' এবং এ-বছরের মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে স্টলের নান্দনিক সাজসজ্জায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে 'কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

এবারের গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমি প্রকাশ করছে নতুন ও পুনর্মুদ্রিত ১১৫টি বই।

মেলায় নতুন সংযোজন

(১) এবার বইমেলার মূল থিম 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম-অধ্যয়ন এবং স্বাধীনতার মর্মবাণী জাতীয় জীবনে যাতে প্রতিফলিত হয় তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। (২) মেলার বিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৩টি প্রবেশ পথ থাকবে। ৩টি প্রবেশপথ বিবেচনায় রেখে স্টল ও প্যাভিলিয়নগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে কোনো এলাকা প্রান্তিক বা অবহেলিত বলে প্রতীয়মান না হয়। (৩) দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন হয়েছে রমনা প্রান্তে একটি প্রবেশপথ ও পার্কিং-এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। (৪) ঝড়ের আশংকা থাকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। (৫) বৃষ্টি ও ঝড়ের আশংকা বিবেচনায় রেখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৪টি জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। (৬) এবার বৃষ্টির পানি মেলা প্রাঙ্গণ থেকে দ্রুত নিষ্কাষণের ব্যবস্থা থাকবে। (৭) *লেখক বলছি* মঞ্চ ও গ্রন্থ উন্মোচনের স্থান বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। (৮) নামাজের ঘর, টয়লেট ব্যবস্থা সম্প্রসারিত ও উন্নত করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য সম্প্রসারিত নামাজ ঘর থাকবে। (৯) পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কাছে একটি ব্রেস্টফিডিং কর্নার থাকবে। (১০) প্রতি বছরের মতো এবারও হুইল-চেয়ার সেবা থাকবে। তবে গতবারের চেয়ে বেশি সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবী এ-কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এবার হুইল চেয়ারের সংখ্যা বাড়বে। (১১) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুটি ফুডকোর্ট থাকবে।

বইমেলার সময়সূচি

বইমেলা ১৯শে মার্চ থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকেল ৩:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ছুটির দিন বেলা ১১:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

স্টলের বিন্যাস

সারণি–১ : প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট : বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

বাংলা একাডেমি				সোহরাওয়ার্দী উদ্যান			সর্বমোট	
ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান			ইউনিট			মোট প্রতিষ্ঠান	মোট ইউনিট
১	বাএ	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান	মোট	বাএ	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান	মোট	৫৪০	৮৩৪
	১০৭	৪৩৩	৫৪০	১৫৪	৬৮০	৮৩৪		

সারণি–২ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

ক্রমিক	প্রকাশনার ধরন	প্রতিষ্ঠান	ইউনিট
১	সাধারণ	১ ইউনিট × ১৬৪	১৬৪
২	সাধারণ	২ ইউনিট × ৯২	১৮৪
৩	সাধারণ	৩ ইউনিট × ৪৪	১৩২
৪	সাধারণ	৪ ইউনিট × ২২	৮৮
৫	শিশু প্রকাশনা	১ ইউনিট × ৩৯	৩৯
৬	শিশু প্রকাশনা	২ ইউনিট × ১৭	৩৪
৭	শিশু প্রকাশনা	৩ ইউনিট × ৬	১৮
৮	শিশু প্রকাশনা	৪ ইউনিট × ১	৪
৯	মিডিয়া ও অন্যান্য	১ ইউনিট × ১৩	১৩
১০	মিডিয়া ও অন্যান্য	২ ইউনিট × ২	৪
	সর্বমোট	৪০০	৬৮০
১১	প্যাভিলিয়ন	**৩৩**	
		প্রতিষ্ঠান ৪৩৩	

সারণি–৩ : স্টলের বিন্যাস : বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ

ক্রমিক	প্রকাশনার ধরন	প্রতিষ্ঠান	ইউনিট
১	সরকারি	১ ইউনিট × ১২	১২
২	সরকারি	২ ইউনিট × ১৮	৩৬
৩	সরকারি	৩ ইউনিট × ২	৬
৪	সরকারি (বাংলা একাডেমিসহ)	৪ ইউনিট × ৩	১২
৫	গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও	১ ইউনিট × ৪২	৪২
৬	গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও	২ ইউনিট × ১১	২২
৭	গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও	৩ ইউনিট × ২	৬
৮	মিডিয়া ও আইটি (বাংলা একাডেমিসহ)	১ ইউনিট × ১৬	১৬
৯	মিডিয়া ও আইটি	২ ইউনিট × ১	২
	সর্বমোট	**প্রতিষ্ঠান ১০৭**	১৫৪

সারণি–৪ : বিভিন্ন ইউনিটের স্টল : বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

ক্রমিক	এক ইউনিট			দুই ইউনিট			তিন ইউনিট			চার ইউনিট			প্যাভিলিয়ন		
১	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বাএ	উদ্যান	মোট
	৭০	২১৬	**২৮৬**	৩০	**১১১**	**১৪১**	৪	৫০	**৫৪**	৩	২৩	**২৬**	০	৩৩	**৩৩**

সারণি–৫ : ইউনিটভিত্তিক মোট স্টল : বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

ক্রমিক	এক ইউনিট			দুই ইউনিট			তিন ইউনিট			চার ইউনিট			প্যাভিলিয়ন		
১	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বা.এ	উদ্যান	মোট	বাএ	উদ্যান	মোট
	৭০	২১৬	**২৮৬**	৬০	২২২	**২৮২**	১২	১৫০	**১৬২**	১২	৯২	**১০৪**	০	৩৩	**৩৩**

সারণি-৬ : ২০০২-২০২১ সাল পর্যন্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ইউনিটের স্টল

সাল	অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান	১ ইউনিট	২ ইউনিট	৩ ইউনিট	৪ ইউনিট	মোট ইউনিট	প্যাভেলিয়ন
২০২১	৫৪০	২৮৬ × ১ = ২৮৬	১৪১ × ২ = ২৮২	৫৪ × ৩ = ১৬২	২৬ × ৪ = ১০৪	৮৩৪	৩৩
২০২০	৫৬০	২৯৪ × ১ = ২৯৪	১৪৫ × ২ = ২৯০	৫৯ × ৩ = ১৭৭	২৮ × ৪ = ১১২	৮৭৩	৩৪
২০১৯	৪৪৯	২৬৯ × ১ = ২৬৯	১৪১ × ২ = ২৮২	৪১ × ৩ = ১২৩	২৪ × ৪ = ৯৬	৭৭০	২৪
২০১৮	৪৫৫	২২৯ × ১ = ২২৯	১৩৯ × ২ = ২৭৮	৪০ × ৩ = ১২০	২৩ × ৪ = ৯২	৭১৯	২৪
২০১৭	৪০৯	২০৩ × ১ = ২০৩	১৩৭ × ২ = ২৭৪	৩৪ × ৩ = ১০২	২১ × ৪ = ৮৪	৬৬৩	১৫
২০১৬	৪০২	১৯৮ × ১ = ১৯৮	১৩৩ × ২ = ২৬৬	৩৭ × ৩ = ১১১	১৯ × ৪ = ৭৬	৬৫১	১৫
২০১৫	৩৫১	১৬৯ × ১=১৬৯	১২০× ২ = ২৪০	৫০ × ৩ = ১৫০	১ × ৪ = ০৪	৫৬৫	১১
২০১৪	২৯৯	১৩৩ × ১= ১৩৩	১০৮ × ২= ২১৬	৪৭ × ৩= ১৪১	১১ × ৪ = ৪৪	৫৩৪	
২০১৩	২৭৪	১৩৫ × ১= ১৩৫	৯২ × ২ = ১৮৪	৪৭ × ৩ = ১৪১		৪৬০	
২০১২	৪২৫	২৬৬ × ১ = ২৬৬	১১৩ × ২ = ২২৬	৪৬ × ৩ = ১৩৮		৬৩০	
২০১১	৩৭৬	২৩০ × ১ = ২৩০	১১২ × ২ = ২২৪	৩৪ × ৩ = ১০২		৫৫৬	
২০১০	৩৫৬	২৩০ × ১ = ২৩০	১০৩ × ২ = ২০৬	২৩ × ৩ = ৬৯		৫০৫	
২০০৯	৩২৬	২১১ × ১ = ২১১	৯২ × ২ = ১৮৪	২৩ × ৩ = ৬৯		৪৬৪	
২০০৮	২৩৬	১৩৩ × ১ = ১৩৩	৮০ × ২ = ১৬০	২৩ × ৩ = ৬৯		৩৬২	
২০০৭	২৫৫	১২৭ × ১ = ১২৭	১০৮ × ২ = ২১৬	১৯ × ৩ = ৫৭		৪০০	
২০০৬	৩১৭	১৭৮ × ১ = ১৭৮	১১৮ × ২ = ২৩৬	২১ × ৩ = ৬৩		৪৭৭	
২০০৫	৩১৮	১৮৯ × ১ = ১৮৯	১১২ × ২ = ২২৪	১৭ × ৩ = ৫১		৪৬৪	
২০০৪	৩১২	১৭৯ × ১ = ১৭৯	১১৮ × ২ = ২৩৬	১৪ × ৩ = ৪২		৪৫৭	
২০০৩	২৬৭	১৪৭ × ১ = ১৪৭	১০৪ × ২ = ২০৮	১৫ × ৩ = ৪৫		৪০০	
২০০২	২৪০	১৪৩ × ১ = ১৪৩	৮৩ × ২ = ১৬৬	১৫ × ৩ = ৪৫		৩৫৭	